দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 DEC 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

রাজধানীর দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অচলাবস্থা

❑ টিএন্ডটি কলেজ ও স্কুলের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা ❑ আইডিয়াল স্কুলের ভাগ্য আদালতে

রাশেদ আহমেদ ।। মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের সংকট না কাটতেই তার মাত্র কয়েকশ' গজের মধ্যে অবস্থিত রাজধানীর আরো দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেখা দিয়েছে চরম অচলাবস্থা। টিএন্ডটি কলেজ ও টিএন্ডটি হাইস্কুলের মধ্যে বড়ধরনের সংঘাতের আশংকা করা হচ্ছে এখন। ভাড়াটিয়া মস্তানরা আনাগোনা করছে। পুলিশ মোতায়েন রয়েছে ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনেই। নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৩টির প্রায় ১০ হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় রয়েছেন সংশ্লিষ্ট অভিভাবকরা।

টিএন্ডটি স্কুলের এসএসসি'র ছাত্রছাত্রীরা এখনো পরীক্ষার ফরম ফিলাপ করতে পারেনি যদিও ১১ ডিসেম্বর এর শেষ সময়। জানা গেছে, টিএন্ডটি স্কুল ও টিএন্ডটি কলেজের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়েছে একই সম্পত্তি নিয়ে। এর জের হিসেবে গত ৩রা ডিসেম্বর কলেজের অধ্যক্ষ মনির আহমেদ সন্ত্রাসীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। তিনি এখন শয্যাশায়ী। স্কুলের প্রধান শিক্ষক আবদুল আউয়ালসহ ৭ জনকে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছে। গ্রেফতার হয়েছেন কলেজেরও এক শিক্ষক।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফয়জুর রহমানকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হলেও সংকট কাটেনি। তিনি মামলা করেছেন এই অব্যাহতির বিরুদ্ধে এবং আদালত থেকে স্থগিতাদেশ দেয়া হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা উৎকণ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ নিয়ে। মতিঝিল কলোনি পরিবেষ্টিত হওয়ায় তিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই সংকটের সাথে জড়িয়ে পড়েছে কলোনির যুবকরা। ঘটনার সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে পড়েছেন, এরা হচ্ছেন টিএন্ডটি মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলাম ও শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক। তারা এখনো এই সংকটের কোন সুরাহা করতে পারেননি। টিএন্ডটি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে অধ্যক্ষকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে। কলেজের অধ্যক্ষ নিজেই এই অভিযোগ দায়ের করেছেন মতিঝিল থানায়। প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে এই **অচলাবস্থা** ঃ পৃঃ ১১ কঃ ১

অচলাবস্থা ঃ রাজধানীর দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

(১ম পৃষ্ঠার পর) 'অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন স্কুলের কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকরা। তাদের মন্তব্যঃ প্রধান শিক্ষক ষড়যন্ত্রের শিকার। এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য একটি দৃশ্যপট তৈরি করা।

টিএন্ডটি স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শাজাহান মিয়া এই প্রতিবেদককে বলেন, স্কুলের ভবন ও জায়গায় কলেজটি 'উড়ে এসে জুড়ে বসে' এখন স্কুলই তুলে দেয়ায় ষড়যন্ত্র করছে। কলেজের শিক্ষক কাজী কামরুজ্জামান বলেন, এই সম্পত্তিতে কলেজেরও ভাগ রয়েছে। কারণ স্কুলের আগে কলেজ রেজিস্ট্রেশন পায়। কলেজটি এখন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ এখানেই বাদ সেধেছে। তারা কলেজের উন্নয়ন করতে দিতে চায় না।

বিভিন্ন সূত্রে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, টিএন্ডটি স্কুল ও টিএন্ডটি কলেজের জায়গাটি টিএন্ডটি বোর্ড কর্তৃপক্ষের। মতিঝিল টিএন্ডটি কলোনিতে বসবাসরত শিশু-কিশোরদের শিক্ষার জন্যে ১৯৬২ সালে এখানে একটি এমই স্কুল স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৬৫ সালে স্কুলটি হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়। ঐবছর টিএন্ডটির কর্মচারীদের উচ্চশিক্ষার সুবিধার্থে স্কুলেই একটি নৈশকালীন কলেজ চালু করা হয়। দিনে স্কুল ও রাতে কলেজ শিক্ষা পাশাপাশি চলে দীর্ঘদিন। এক পর্যায়ে এই প্রতিষ্ঠানের ৫ একর জমি স্কুল ও কলেজের নামে চলে আসে এবং সরকারি স্বীকৃতি পায়।

প্রতিষ্ঠান ২টি পৃথক ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত হয়। '৭০-এর দশকে কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে ম্যানেজিং কমিটির বিরোধের জের হিসেবে কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষের নাম পরিবর্তন করে মতিঝিল মহাবিদ্যালয় করেন। ১৯৭৯ সালে টিএন্ডটি বোর্ডের সমঝোতায় কলেজের নাম আবার টিএন্ডটি কলেজ করা হয়। তখন কথা ছিল শিক্ষকদের টিএন্ডটি বোর্ডের সাথে আত্তীকরণ করা হবে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া পরে আর বাস্তবায়িত না হওয়ায় কলেজের শিক্ষকরা অসন্তুষ্ট হন। ১৯৯০ সালে কলেজে একটি মেয়েদের দিবা শাখা চালু করা হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ তাদের সুবিধার্থে ভবনটি ৩ তলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। তখন ভবনের এক ও দোতলায় স্কুল এবং তিনতলায় কলেজ চলতে থাকে। অবশ্য কলেজের অফিস কক্ষ থাকে দোতলায়।

ঐসময় ছেলেদের দিবা শাখা চালু করতে চাইলে স্কুল কর্তৃপক্ষ বাধা দেয়। এই বাধার পরও ১৯৯৩ সালে কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ মনির আহমেদ ছেলেদের দিবা শাখা চালু করেন। তখন কলেজের গভর্নিং বডি'র সভাপতি হাবিবুর রহমান অধ্যক্ষকে ছেলেদের দিবাশাখা চালু না করার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লেখেন। বিষয়টি তখন টিএন্ডটি বোর্ড কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত গড়ায়। ঐসময় টিএন্ডটি বোর্ডের চেয়ারম্যান উভয়পক্ষকে ডেকে একটি সমঝোতা করে দেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে দিনে ছেলেদের শাখা খোলা যাবে না। স্কুলটি তখন নামেদামে পুরোপুরি চলতে থাকে। প্রথম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত এর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২ হাজারের বেশি। শিক্ষক সংখ্যা হয় ৪০। তারা সরকারি অনুদানের ৮০ ভাগ পেতে থাকেন। ১৯৯৬ সালে কলেজ কর্তৃপক্ষ ডিগ্রি এবং মাস্টার্স ডিগ্রি চালু করার প্রক্রিয়া চালান। ঐসময় থেকেই স্কুল ও কলেজ সরাসরি বিরোধে উপনীত হয়। এমনকি কলেজের শিক্ষক ও স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়। একপক্ষ আরেক পক্ষের বিরুদ্ধে নানা অনিষ্ট করতে উঠেপড়ে লাগেন। এই সুযোগ গ্রহণ করে কলোনির বখাটে ও মস্তান বাহিনী।

চলতি বছর দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষায় স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর এক প্রশ্নপত্রে এক শিক্ষক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কিত প্রশ্নে ভুল করেন। এই সুযোগ গ্রহণ করে প্রতিপক্ষ। বিষয়টি পুঁজি করে স্কুলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হলে শিক্ষা বোর্ড স্কুলের যাবতীয় অনুদান বন্ধ করে দেয় এবং সরকারি স্বীকৃতি বাতিল করে।

এর পরপরই কলেজ কর্তৃপক্ষ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমকে এনে কলেজ সম্প্রসারণের একটি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করান। ঐ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ করার ঘোষণা দেন।

স্কুল কর্তৃপক্ষ তখন সাহায্য নেন টিএন্ডটি কলোনির অভিভাবকদের। তারা কলেজ তুলে দেয়ার দাবিতে সভাসমাবেশ করতে থাকেন। পরিস্থিতি চরম উত্তপ্ত হয়ে পড়লে বিষয়টি আবার মন্ত্রণালয়ে গড়ায়। টিএন্ডটি মন্ত্রণালয়ের সচিব ও শিক্ষা সচিব দু'পক্ষকে ডেকে আবার সমঝোতার চেষ্টা চালান। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, কলেজে মেয়েদের ডিগ্রি পর্যন্ত ক্লাস চলবে সকালে। দুপুর ১টা পর্যন্ত ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের ছাত্রদের ক্লাস হবে এবং বিকেল ৫টা থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি চালু করা যাবে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের আগেই কলেজের অধ্যক্ষ লাঞ্ছিত হন। পাশাপাশি স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়। স্কুলের শিক্ষক সুনীল কুমার দে বলেন, স্কুলের পাশাপাশি কলেজের উচ্চশিক্ষা চললে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। বিশেষ করে মেয়েদের চলাচল অরক্ষিত হয়ে পড়ে। কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থেই আমরা ডিগ্রি কলেজ করতে বাধা দিয়েছি। তবে শুধুমাত্র মেয়েদের ডিগ্রি বা মাস্টার্সের ক্লাস চালু করা হলে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

কলেজের শিক্ষক আনোয়ারুল হক খান মজলিস বলেন, স্কুলটি তুলে দেয়ার কোন পরিকল্পনা কলেজ কর্তৃপক্ষের নেই। মতিঝিল এলাকাবাসীর স্বার্থে আমরা কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া চালিয়েছি। কলেজে বর্তমানে ৫১ জন শিক্ষক ও আড়াই হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছে।

মতিঝিল কলোনির অভিভাবক ফজলুর রহমান বাবুল এই প্রতিবেদককে বলেন, স্কুল ও কলেজের দীর্ঘদিনের বিরোধের কারণে দু'টি প্রতিষ্ঠানই ধ্বংস হতে চলেছে। এর একটি বিহিত আমরা চাই। স্কুলের প্রধান শিক্ষকের মুক্তির জন্যে অভিভাবক সম্প্রদায় ও কলোনীবাসী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অবঃ) রফিকুল ইসলামের কাছে ধরনা দিচ্ছেন। বিষয়টি শিক্ষামন্ত্রীকেও জানানো হয়েছে। জানা গেছে, স্কুল ও কলেজের দ্বন্দ্বের জন্যে কোন প্রতিষ্ঠানেই আগামী বছরের জন্যে ছাত্রছাত্রী ভর্তি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। স্কুলের সরকারি স্বীকৃতি বাতিল হয়ে যাওয়ায় প্রায় ২শ' ছাত্রছাত্রীর এসএসসি পরীক্ষার ফরম ফিল-আপ হয়নি এখনো পর্যন্ত।

আইডিয়াল স্কুল পরিস্থিতি : আইডিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সাথে প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির দ্বন্দ্ব আবার নতুন রূপ নিয়েছে প্রধান শিক্ষকের মামলা করার কারণে। দুর্নীতির দায়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রধান শিক্ষক ফয়জুর রহমানকে গত ২ ডিসেম্বর চাকরি থেকে অব্যাহতি দেন। এর পর পরই তিনি আদালতে মামলা করেন এর বিরুদ্ধে। আদালত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে। স্কুলের গভর্নিং বডি এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে আবার আপিল করেছে। অবশ্য ইতোমধ্যে প্রধান শিক্ষক স্কুলের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান সাবের হোসেন চৌধুরী জানিয়েছেন, রোববার থেকে স্কুলের ক্লাস শুরু করা হচ্ছে। বিভিন্ন মহল থেকে খবর পাওয়া গেছে, প্রধান শিক্ষকের পক্ষাবলম্বনকারী কিছু অভিভাবক ও স্থানীয় জনগণ তৎপরতা চালাচ্ছেন একটা বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটানোর। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন রয়েছে স্কুলের শিক্ষক-অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা।